রৌদ্রজলে আকাশ

আবুল হাসনাৎ মিল্টনের

পঞ্চম কাব্য গ্রন্থ

রৌদ্রজলে আকাশ

রৌদ্রজলে আকাশ

আবুল হাসনাৎ মিল্টন

প্রগতি পাবলিশার্স

Roudro Joley Akash
A Collection of Poems
by
Abul Hasnat Milton

Price: Tk. Sixty only
U.S $ 2
Aus $ 3

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারী ২০০৪
ফাল্গুন ১৪১০

স্বত্ব
সিনথিয়া শারমিন

প্রকাশক
আসরার মাসুদ
প্রগতি পাবলিশার্স
১৪৫/১, আরামবাগ
ঢাকা-১০০০ ।

প্রচ্ছদ
হুমায়ুন রেজা

গ্রাফিক ডিজাইন
ফয়সাল আহমেদ

ওয়েব ডিজাইন
কাজী তানভীর আহমেদ

দাম
ষাট টাকা

ISBN : 984 – 32 – 1092 – 0

উৎসর্গ

সিনথিয়া শারমিন

সমস্ত ভ্রমণ শেষে বারবার ফিরে আসি তার কাছে
দৃশ্যমান হয়না সবকিছু তবু সে সর্বত্রই আছে।

কবির অন্যান্য গ্রন্থ

এবার শুধু ছড়া (ছড়া)

লাল খামে নীল চিঠি (যৌথ কাব্যগ্রন্থ)

আর্সেনিক (রচনা ও সম্পাদনা)

ছড়ায় ছড়ায় আর্সেনিক (সম্পাদনা)

প্রেমের কবিতা প্রেমের ছড়া (যৌথ কাব্যগ্রন্থ)

সূ চী পা তা

কল্পনা ৯
সমুদ্রস্নান ১০
জীবন অন্য কোথাও অন্য কোনখানে ১১
মা ১২
সমুদ্র দর্শন ১৩
জিনাত আমান ১৪
কলকাতা ১৫
যাওয়া ১৬
রৌদ্রজলে আকাশ ১৭
পূর্ণিমা ১৮
দাম্পত্য ১৯
মুক্তি ২০
একগুচ্ছ কবিতা ২১
পরিত্রাণ ২৪
দূর প্রবাসে ২৫
নির্বাসন ২৬
তোমার কাছেই ফিরে আসা ২৭
পরিবর্তন ২৮
দূরত্ব ২৯
প্রাপ্তি ৩০
দহন ৩১
নিভৃতে ৩২
দীর্ঘশ্বাস ৩৩
নটিনী ৩৪
রাজদণ্ড ৩৫
বিবর্ণ ৩৬
ঘোর ৩৭
কালান্তর ৩৮
অবগাহন ৩৯
দুটি কবিতা ৪০
একটি বিশ্বস্ত কাঁধ ৪১
কবির প্রেমিকা ৪২
শূন্য ভ্রমণ ৪৩
কুয়াশা ৪৪
দারিদ্রবিষয়ক কর্মশালার শেষদিনে ৪৫
তিনটি কবিতা ৪৬
নববর্ষ ৪৭
মেকং নদীর তীরে ৪৮

রচনাকাল: ২০০২ - ২০০৪

কল্পনা

এই যে আমি খানিক ঝুঁকে তোমার বুকের
বেলাভূমিতে রাখছি মুখ
অথচ তুমি তার কিছুই টের পাচ্ছো না
বড় বড় ঢেউ এসে
বালিতে রেখে যাচ্ছে নোনা জলের ছাপ ।

মধ্যরাতের গভীর ঘুমে মগ্ন তুমি, আর আমি
অবেলার বৃষ্টিতে দ্রুত গতিতে অতিক্রম করে যাচ্ছি সহস্র মাইল
আক্ষরিক অর্থেই তোমার সাথে আমার দিনরাত্রির পার্থক্য
ভূগোলের কাছে জীবনের এই পাঠ
সহসা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ।

তোমার শয্যায় প্রেতচ্ছায়া, সরলতার সুযোগে
প্রতিনিয়ত লণ্ডভণ্ড করে চলেছে সাজানো সংসার
ভালবাসা প্রতিদানহীন ফিরে এসে আছড়ে পড়ছে পাহাড়ের গায়ে
তবু আমি সীমাহীন আনুগত্য নিয়ে
প্রণয়ের হাত ধরে বসে আছি ভুল মুগ্ধতায় ।

আঁচলের সাথে মিশে থাকা রাত্রির রহস্যময়তার পাশে
আশ্চর্যজনকভাবে নারীকেই কেবল মানায়!

১২.২.২০০৩
ক্যানবেরা, অস্ট্রেলিয়া ।

সমুদ্রস্নান

(প্রিয় সহকর্মী কামাল, রাজা হাসান, যোসেফ, নারায়ন ও সাইফুলকে)

সমুদ্রের এত কাছে এসে দ্বিধান্বিত হতে নেই
শ্রাবণের তুমুল বৃষ্টিতে কেন পাশ ফিরে শোও ?
সমুদ্রের চেয়ে কারো কারো সুইমিং পুলের দিকে ঝোঁক বেশি
সৈকতের কাছে এসে কেউ কেউ ঢুকে পড়ে ঝিনুক-মার্কেটে ।

মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নিচে সারাটা বিকেল আমরা কজন
সমুদ্রের নোনাজলে ভিজিয়েছিলাম
পাপবিদ্ধ শরীরের নিচে লুকিয়ে রাখা গোপন আর্তনাদ
সামান্য অদূরে র‍্যাকুয়েল ওয়েল্‌স
ঢেউয়ের ডগায় জলপরীর মত ভেসে ছিল ।

আমরা দুইজন কবি ও তিনজন গল্পকার সমুদ্রে গিয়েছিলাম
ফিরে এলো পাঁচটি পুরুষ!

২৬.৭.২০০৩
ক্যানবেরা, অস্ট্রেলিয়া ।

জীবন অন্য কোথাও অন্য কোনখানে

শহরের ফুটপাতে বসেছে আলোর মেলা
প্রাণের বন্যায় ভেসে যাচ্ছে চতুর্দিক
আকাশের মেঘ উপেক্ষা করে দেখো ফুটেছে গোলাপ
এমন সময়ে কেন বিষাদে সাজিয়ে রাখো প্রতিমার মুখ

জেগে ওঠো শিল্পকলা, পরাজিত সূর্যোদয়, ভ্রষ্ট প্রতারক
কমলাপুরের উদ্বাস্তু শিশু, ব্যর্থ প্রেমিক, হতাশ রাজনীতি
চলো আজ হাত ধরে হাঁটি পাশাপাশি, গড়ি মানববন্ধন।

আহরিত বেদনায় নয়
জীবন অন্য কোথাও অন্য কোনখানে।

১২.৯.২০০৩
ক্যানবেরা, অস্ট্রেলিয়া।

মা

এই পৃথিবীতে এখনো একজন রমণী আছে
যার ওষ্ঠনিঃসৃত প্রতিটি শব্দ আজো শিরোধার্য মানি!

আজন্ম ঋণ তাঁর কাছে, আজ থেকে ছত্রিশ বছর আগে
এক উত্তপ্ত দুপুরে কী এক অদ্ভুত আনন্দে সে
মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়েও বুকে টেনে নিয়েছিল এক টুকরো আগুন।

রমণীর শোণিতের ভেতর আমার বেড়ে ওঠা
সৌন্দর্য ও রক্তেরও পর পা রেখেই আমার ভ্রমণ শুরু
যেতে যেতে যতবার পথভ্রষ্ট হয়েছি পরম মমতায়
নারীই আমাকে ফিরিয়ে এনেছে শুদ্ধতার পথে।

আমি অকৃতজ্ঞের মত তাঁর জন্য কোন তোরণ নির্মাণ করিনি কোথাও
বিছিয়ে রাখিনি ফুল তাঁর যাত্রাপথে কোনদিন
বরং কোন কোন রাতে তাঁর
বেদনার উৎস হতেও কখনো বাধেনি আমার।

আমার সকল অবহেলা, নিষ্ঠুরতা নির্দ্বিধায় মেনে নিয়ে
এই নারী প্রতিবার উন্মুক্ত করেছে তাঁর যাদুর কুঠুরী
কী তীব্র বন্ধনে সে আমায় আজো আটকে রেখেছে–
খোলা হাওয়ায় বুক ভরে শ্বাস নেবার মুহূর্তে টের পাই।

সাত হাজার মাইল দূরত্ব পেরিয়ে এসে হায়
অনুতাপ জাগে এই গোধূলিবেলায়
মনে হয় সব ছেড়ে তাঁর কাছে ছুটে চলে যাই;
তাঁর কাছে আছে পৃথিবীর সবচেয়ে নিরাপদ, নিশ্চিত আশ্রয়।

১৮.৭.২০০২
সানডিয়েগো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

সমুদ্র দর্শন

(মেলবোর্নের বন্ধু ডাঃ শাহীনকে)

জলের প্রতি আমার বিশেষ পক্ষপাত জেনে এক বন্ধু
একদিন ভোরে আমাকে সমুদ্র দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল;
আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা ছিল সেদিন উজ্জ্বল ঝকঝকে দিন
যাওয়ার পথে ক্রমশ হাওয়া বদলাতে লাগলো, নামলো ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি ।

আমরা দুজন যখন সমুদ্রে গিয়ে পৌঁছালাম তখন দিগন্ত জুড়ে বিষণ্নতা
সর্বত্র লেগেছে তার ছোঁয়া, জল যেন বেদনায় গাঢ় নীল
রৌদ্রস্নান-প্রত্যাশী বিকিনি পরা রমণীদের উপচে পড়া ভীড় নেই
শিশুর মুখের মত নিস্পাপ গাংচিল দল বেঁধে উড়ছিল ঝাঁকেঁ ঝাকে ।

চারিদিকে বইছিল রক্ত হিম করা ভীষণ ঠাণ্ডা বাতাস
এদিকে সেদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল কিছু প্রেমিক-প্রেমিকা
এরকম শীতে প্রচলিত কাপড়ের চেয়ে শারীরিক উত্তাপ অধিক কার্যকরী ।

সূর্য ছিলো না বলে আমার কোন দুঃখ ছিলো না
বরং এমন বিষণ্ন আলোয় সমুদ্রকে বড় আপন লাগে
মনে হয় আয়নায় দেখা নিজেরই প্রতিচ্ছবি, অন্তর্গত স্বজন ।

৩.১১.২০০২
মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া ।

জিনাত আমান

অবয়ব ছিল যাদুভরা, যেন পিনখোলা সবুজ গ্রেনেড
রাতের গভীরে কতবার আক্রান্ত হয়েছি জ্বরে
পারদের ওঠানামা নেই অথচ শরীরময় উত্তেজনা
জলতলায়-কলতলায় ধুয়ে মুছে গেছে উত্তাপ-উচ্ছ্বাস
ছন্দোময় উত্থানে নিহত পড়ে রয়েছে ছায়ারা ।

আমাদের নিভৃত কৈশোর চুরি করেছিল জিনাত আমান!

১৬.২.২০০৩
ক্যানবেরা, অস্ট্রেলিয়া ।

কলকাতা

প্রিয় কলকাতা, তার বুকে আত্মাহুতি দিতে কত দূর থেকে
উড়ে আসে বিরহীর ঝাঁক –
মধ্য দুপুরের গনগনে রোদে ঘামে ভেজা দেহে
করুণ পদ্যের মত একজোড়া চোখ।

রাতের মৃদু ভূকম্পনের মত কেঁপে কেঁপে ওঠে
সংসারে অসুখী পুরুষ, নিজের সব মূল্যবোধ
ছেঁড়া কাগজের মত ছুঁড়ে দিয়ে চৌরঙ্গীর মোড়ে
প্রধান সড়ক ছেড়ে ঢুকে পড়ে অন্ধ গলিপথে।

সামান্য একটি ভুল থেকে শুরু হয় শত ভুল
হায়রে মানুষজন্ম- দুমুঠো অন্নের জন্য তার
এত প্রাণপাত, শিল্প হারালো কোথায় ?

প্রতিদিন নিজেকে সে তৈরি করে চূড়ান্ত ধ্বংসের লক্ষ্যে।

১.৮.২০০২
ঢাকা।

যাওয়া

যাবার জন্য মানুষের বরাবরই তাড়া থাকে
লঞ্চঘাট, রেল স্টেশন, বাসস্টপেজে
দিনরাত মানুষের হুড়োহুড়ি লেগে আছে।

মানুষ ক্রমশ চলে যাচ্ছে প্রিয়জনের বন্ধন পিছে ফেলে
স্ত্রীর উষ্ণ বুকে মাথা রেখে বিচ্ছেদের জল ঢেলে
প্রেমিকের হাত ছুঁয়ে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে রেখে পথে।

প্রতিটা মানুষই উদ্বাস্তু, স্থায়ী আবাসনহীন
এক ভিটে ছেড়ে কেবল আরেক ভিটের দিকে ছুটে যাওয়া।

মানুষ যতটা আসে তার চেয়ে অনেক বেশি যায়।

৪.১০.২০০২
সিঙ্গাপুর।

রৌদ্রজলে আকাশ

বছর কয়েক আগে আমাকে সে ডেকেছিল সূর্যাস্তে
পশ্চিমের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আমি নির্দ্বিধায় আগুনে রেখেছি ঠোঁট ।

রাস্তায় বৃষ্টির জল জমা হলে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে
আকাশ উপুড় হয়ে বিকেলবেলায় লুকোচুরি খেলেছিলো
অবুঝ বালক সত্যি ভেবে কতবার জল কাদা হাতড়ালো
তারপর একদিন অভিমানের গোপন অশ্রুজলে ভিজে জানলো সে
এই পৃথিবীতে প্রতিটি ভ্রমণে সে বড় নিঃসঙ্গ ।

তার সাথে ক্রমাগত লুকোচুরি খেলে
নারী কিংবা জলের ওপর প্রতিবিম্বিত আকাশ ।

৪.১২.২০০২
ক্যানবেরা, অস্ট্রেলিয়া ।

পূর্ণিমা

অনির্ধারিত কার্ফ্যুর মধ্যে বসবাস
প্রাণ খুলে আড্ডা নেই, সর্বত্র আতঙ্ক
রাত্রির অন্ধকারের জন্য অপেক্ষা নেই
শিমুলতুলোর মত দিনে-দুপুরেই ওড়ে ছিন্নভিন্ন শাড়ি।

কুয়াশার ঘোর নেমেছিল মেয়েটির দুই চোখে
ঘৃণায় চেঁচিয়ে উঠেছিল পাশের বাড়ির গৃহস্থ কুকুর
কবুতরের নরম বুক তছনছ করে উত্থিত লিঙ্গের দল
হাতের ধুলোর মত ঝেড়ে ফেলেছিল মানবিক রীতিনীতি।

অতঃপর চারিদিকে নেমেছিল গাঢ় অন্ধকার
আলোর ছিলো না কোন রেশ –

পূর্ণিমার মুখ যেন ধর্ষিত স্বদেশ!

১৬.২.২০০২
ঢাকা।

দাম্পত্য ১

সকালের প্রথম চায়ের কাপে চুমু দিয়ে আড়মোড়া ভেঙে
দিনের শুরুতে ছিল উজ্জ্বল আকাশ
সেকেন্ডের কাটা ক্লান্তিহীন ঘুরে ঘুরে হাত ধরে টেনে আনে
চাকচিক্যময় বিলাসী দুপুর। ফড়িংয়ের ডানার পেছনে
ছুটতে ছুটতে মনে পড়ে কেটে গিয়েছিল দুরন্ত শৈশব
দুপুর পেরিয়ে, অপরাহ্নে শেষে পাথরের মত
ভারী সন্ধ্যা নামে
রাতের আকাশ থেকে নক্ষত্রেরা নিমেষে উধাও।

সম্পর্কের শেষভাগে খড়কুটোর মত লেগে আছে শরীর।

১৬.২.২০০২
ঢাকা।

দাম্পত্য ২

সুদূর তোমার প্রবাস জীবন অশ্রুজলে ধোয়া
ভালবাসাহীন এক বিছানায় উল্টো ফিরে শোয়া।

৮.১২.২০০৩
নমপেন, ক্যাম্বোডিয়া।

মুক্তি

(প্রিয় অধ্যাপক ডঃ মুনতাসীর মামুনকে)

ছিল একটুকরো আকাশ, তাও ঢেকে দিলো ছাদ
মাথা পেতে নেই যত দাও অপবাদ
ফুরোলে বসন্তকাল, আসন্ন কালবৈশাখী ঝড়
ভয় পেয়ে কাঁপছে কি বুক ধড়ফড় ?

যতই আশ্রয় খোঁজো, পালাবার পথ পাবে নাকো
আমাকে কয়েদ করে সাময়িক সুখে তুমি থাকো ।

৫.১.২০০৩
ক্যানবেরা, অস্ট্রেলিয়া ।

একগুচ্ছ কবিতা

সখ্য

এক ছিল পথ, তার ছিল দৈর্ঘ্যের সমান এক নিঃসঙ্গতা
এক ছিল কবি, তার ছিল আয়ুর সমান এক অনিশ্চিত বেঁচে থাকা

পথের সাথে কবির থাকে আমৃত্যু সখ্য ।

১৩.২.২০০২
ঢাকা ।

মেঘবালিকা

বুকের মধ্যে দ্রিম দ্রিম শব্দে বাজে মেঘবালিকা
রাতদুপুরে যাবে কি মেয়ে অভিসারে
এসো তবে পূর্ণ চাঁদে বকুলতলায়

ভরিয়ে দেবো ঘড়া তোমার সম্প্রদানে ।

১৫.১২.২০০৩
ক্যাম্বোডিয়া ।

ভালবাসি যারে

সামাজিক অপবাদে কানে দেই তুলো
ল্যাপটপে তুলে রাখি প্রিয় স্মৃতিগুলো
কবিতাতে টুকে রাখি তার সেই হাসি
যাকে আমি মন থেকে খুব ভালবাসি ।

৩০.৪.২০০২
ব্রাহ্মণবাড়িয়া ।

দ্বিধার ফুল

বাম হাতে তার ফুটে আছে দ্বিধার গোলাপ ফুল
ফুলটি চাই ফুলটি চাই এখনি চাই নিতে
পা বাড়াতেই অযুত ভুলে লাগলো হুলুস্থুল

অপারগতা জানিয়ে দিলে চোখের চাহনিতে ।

৩০.৪.২০০২
ব্রাহ্মণবাড়িয়া ।

স্মৃতিভূক পাখি

আঠাশ বছর ধরে স্মৃতি পুষে রাখি
যেন আমি এক স্মৃতিভূক পাখি
কে জানে সামনে আরো কতটা পথ
হেঁটে যেতে হবে যে একাকী ।

১৮.৭.২০০২
সানডিয়েগো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ।

তিন শালিকের গল্প

তোর জন্য ভালবাসার
পাহাড় জমে আছে
বন্দী আমি পুরোহিতের
মন্ত্রপাঠের কাছে
বুকের ভেতর উথাল-পাথাল
তিনটি শালিক নাচে
কে যে কোথায় কিসের আশায়
স্মৃতি নিয়ে বাঁচে ।

১৮.৭.২০০২
সানডিয়েগো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ।

সুই

হাত দুখানি দাও তো মেয়ে
ভালবেসে ছুঁই
অহর্নিশি নকশা বোনে
স্মৃতিমুখী সুই ।

২৪.৭.২০০২
লস এঞ্জেল্‌স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ।

রাধাকৃষ্ণ

পরকিয়ার শর্তাবলী
মেনে চললে আছি
বৃন্দাবনে আমি কৃষ্ণ
রাধার সনে নাচি ।

২৪.১২.২০০২
ক্যানবেরা, অস্ট্রেলিয়া ।

ভালবাসা

ভালবাসা ঘটা করে কোন ভিত্তির প্রস্তর উদ্বোধন নয়, হঠাৎ একদিন দেখি ঘাসের শিশিরে ভেজা পায়ে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল অট্টালিকা।

১৪.২.২০০২
ঢাকা।

চট্টগ্রাম

এই শহর ভাঙতে পারে
পারে না কেবল গড়তে
এই শহর পারেনি তোমায়
আমার আপন করতে।

২৫.৮২০০৩
ক্যানবেরা, অস্ট্রেলিয়া।

ভেলা

আমাদের শুধু
শব্দ শব্দ খেলা
মিছেই ওড়াই
আকাশে স্বপ্নভেলা।

২৫.৮.২০০৩
ক্যানবেরা, অস্ট্রেলিয়া।

অট্টালিকা

তোমার আছে অট্টালিকা আবাদযোগ্য ভূঁই
আমি তোমার শূন্যতাকে কেমন করে ছুঁই!

২৬.১০.২০০৩
ক্যানবেরা, অস্ট্রেলিয়া।

বাড়াবাড়ি

সব কিছুতেই তার
থাকবেই বাড়াবাড়ি

কবি তো স্বপ্নের কারবারি।

২৩.২.২০০৩
ক্যানবেরা, অস্ট্রেলিয়া।

পরিত্রাণ

এত ক্ষোভ, এত কষ্ট, এত অভিমান-প্রতিকূলতা নিয়ে আজো বেঁচে আছি, এ বড় বিস্ময়! হয়তো কবিতাই মুখ্য পরিত্রাণ।

বাজারে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে রাগ হওয়ার মুহূর্তে আমার আবুল হাসানের পংক্তির কথা মনে পড়ে যায়। বৈষয়িক জিনিষগুলো তখন তুচ্ছ মনে হয়।

আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতিতে কেউ নিহত হলে আতংকিত হওয়ার পরিবর্তে আমাকে পেয়ে বসে সদ্য কোন বিধবার অনাগত নিঃসঙ্গতা। পিতৃহারা সন্তানের মুখের দিকে আমি তাকাতে পারি না।

লোডশেডিং আমাকে মোটেও বিব্রত করে না, বরং পূর্ণিমারাতে অন্ধকার জানালা থেকে চাঁদ দেখার বিশেষ আনন্দ আমি খুব উপভোগ করি, বিদ্যুৎ বিভাগের লোকজন নিশ্চিত আমার মত জ্যোৎস্নাপ্রিয়।

যদিও পূর্ণিমার আলোয় আমার আরেক পূর্ণিমার কথা মনে পড়ে, আমি মধ্যবিত্তের ভীরু স্বভাবে পাথরের নিচে চাপা দিয়ে রাখি আমার যত ক্ষোভ, এই বয়সে কে আর দেশদ্রোহী হতে চায়!

মাঝে মাঝে আমার এই নশ্বর জীবনের কথা ভেবে বড় ভোগবাদী হতে ইচ্ছে করে। সীমিত সাধ্যের কথা ভুলে গিয়ে দুই হাতে বাদামের খোসার মত টাকা ওড়াই। মনে হয় ব্যাংক লোন নিয়ে ঋণখেলাপি হয়ে যাই।

যত্রতত্র দখল-পাল্টা দখল কিংবা দলীয়করণে আমার কী? ভীষণ স্বার্থপরের মত আমি শুধু মৃন্ময়ীর ব্যাপারে উদ্বিগ্ন, এই একটি মাত্র নারীকে আমি পরিপূর্ণরূপে চাই।

একশ একশ দিন করে দ্রুত কেটে যায় আঠারোশ পঁচিশ দিন, ঝরে যায় তার চেয়েও বেশি সোনালী জীবন।

৭.২.২০০২
ঢাকা।

দূর প্রবাসে

তোমার দেয়া দুঃখগুলো
মাতৃভূমির ধুলোর মত
গায়ে মেখে নেই

নৈশক্লাবের আলোচ্ছায়ায়
এই তো আমার প্রবাস-জীবন
রাত তিনটের ক্যানবেরাতে

ভিন্ন ভিন্ন বর্ণমালায়
সব পথেরই গল্প থাকে
হরিদ্রাভ মানবজীবন।

১৬.২.২০০২
ঢাকা।

নির্বাসন

কষ্টের নির্মম অনলে আমাকে যারা পুড়িয়েছে অহরহ
আজ তাদের কথা খুব মনে পড়ে, নিজের অজান্তে ঋণী হয়ে গেছি
পুরুষজন্ম ছিল ভঙ্গুর স্বভাবের, জল কাদা মাখামাখি
ফেরাতে পারিনি আমি পাথরের কঠিন আঘাত
বরং বিপন্ন হয়েছি, আষাঢ়ের বর্ষণ হয়ে ঝরেছি অঝোর ধারায়
মৃত্যুর সীমানা থেকে পালিয়ে এসেছি, আত্মগোপন করেছি অক্ষরবৃত্তে।

কবিতা আমার মায়ের মতন, তার শুশ্রূষা ও সীমাহীন মমতায়
আজো আশ্চর্যজনকভাবে বেঁচে আছি
একান্ত স্বার্থপরের মত তার আঁচলে লুকিয়ে রাখি মুখ
পৃথিবীর কোন প্রতিকূলতা আমাকে স্পর্শ করতে পারে না।

কবিতার জন্য দূর দ্বীপদেশে বেছে নেই স্বেচ্ছানির্বাসন।

১৫.৩.২০০৩
ঢাকা।

তোমার কাছেই ফিরে আসা

(১১ মার্চ ২০০৩, সিনথিয়ার নবম বিবাহবার্ষিকীতে)

যার কাছে উড়ে যাচ্ছি সে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নারী
পৃথিবীব্যাপী আসন্ন যুদ্ধের উন্মাদনায় শান্তির প্রতীক –
ঠিক এই মুহূর্তে 'প্রণয়' নামের ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে
প্রশান্ত মহাসাগরে তার নির্দেশের জন্য তৈরি হয়ে আছে
নয় লক্ষ নয়টি শক্তিশালী মিসাইল ।

শরীরে ক্লান্তি অথচ আমার এখন ঘুম আসছে না
দীর্ঘ বিরতির শেষে মিলনের উত্তেজনায় আমি অস্থির
বিমানবালা কয়েকবার এসে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে
বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছে 'ফ্রেঞ্চ ওয়াইন না কোক'?

বিমানের জানালায় চোখ রাখি, এই মুহূর্তে বিশাল নীলিমার
কোনখানে ভাসছি জলকণার মত ?
সময়ের পদতলে অনুগত ভৃত্যের মতন বসে আছি
পৃথিবীর কোন প্রান্তে ঢাকা? কত দূর? কাস্টমস্ কি এখনো
আগের মতই নির্মম, হৃদয়হীন? সময় বিনষ্টকারী ?

গভীর রাতে ঢাকার রাজপথ কার নিয়ন্ত্রণে থাকে?
পুলিশ? বিডিআর? সেনাবাহিনী? নাকি ছিনতাইকারী আর দুর্বৃত্তের ?
সব অনিশ্চয়তা পেরিয়ে কতক্ষণে পৌঁছানো যায় গ্রীন রোড ?

আকস্মিক কলিংবেলে তুমি ভাববে এই মধ্যরাতে
কে এলো আবার? ডাকাত পড়লো নাকি ?
দিনকাল যা পড়েছে, চুরি-ডাকাতির খুব বেড়েছে হিড়িক ।

দরজায় আমাকে দেখে তুমি ভীষণ চমকে উঠবে
অথচ মুখ দিয়ে কোন শব্দ বেরোবার আগেই তালাবদ্ধ তোমার ঠোঁট
পৃথিবীর দৃঢ়তম আলিঙ্গনে তুমি ধরা পড়ে গেছো ।

আমাদের বেডরুমে একে একে খুলে যাচ্ছে নয়টি শ্যাম্পেন
সমস্বরে আকাশের সব নক্ষত্রেরা চেঁচিয়ে উঠলো 'চিয়ার্স' ।

১০.৩.২০০৩
সিডনি থেকে সিঙ্গাপুরের পথে ।

পরিবর্তন

অন্ধকারে জোনাকীর মত জ্বলছিল সিগারেট
তোমার কোমল ওষ্ঠে এই দৃশ্য বড় বেমানান।

বারান্দার হালকা আলোয় তোমার হাতের গ্লাস
কম্পমান, ভ্রূতে থরে থরে সাজানো ধূসর মেঘ
বিশ্বসন্ত্রাসবাদের মত ব্যাপ্ত তোমার ঘাতক একাকীত্ব
কে যেন তোমাকে গত বছর এরকম সময়ে
যৌথ গৃহ থেকে শেকড়সহ উপড়ে ফেলেছিল
জানি ঠিক মনে আছে দুঃখময় পুরো গল্পটাই।

পৃথিবী থাকেনি থেমে, ব্যস্ত মানুষের মত সেও মেতে ছিল
প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডে তার, তুমিও তো মানিয়ে নিয়েছো বেশ।

শুধু কেউ জানলো না, নদী কেন ভাঙে, কেন বা সে আগ্রাসী হয়।

২৬.১১.২০০২
ক্যানবেরা, অস্ট্রেলিয়া।

দূরত্ব

আপাতত সুখে আছি, তার মানে বেশ কদিন কবিতা থেকে দূরে থাকা
জানালার পর্দায় মায়াময় রোদ্দুর খেলছে নিজের মত
তোমার শাড়ি যেন কান চলচ্চিত্র উৎসবের বিশাল পর্দা
অবিরাম প্রদর্শিত হচ্ছে কালজয়ী সব প্রিয় ছায়াছবি ।

পার্কে বৃক্ষের বিষণ্ন শরীর থেকে যত্ন করে মুছে দেই শোক
শীর্ণ ভিখারির হাতে তুলে দেই চকচকে নোট
ভোরে দৌড়াবার আগে তোমার নিদ্রিত চোখে চুমু খেয়ে নেই
শরীরের প্রতি বিলম্বিত এই পক্ষপাত দেখে বড় আশ্চর্য লাগে ।

শহরের প্রাণকেন্দ্রে এলে হঠাৎ বয়স কমতে থাকে দ্রুত
রাত্রির শরীর থেকে অবিরাম পান করি অমৃত নির্যাস
বাজনার তালে তালে ছন্দোময় দেহে ওঠে ভিনদেশি মুদ্রা
সুবহে সাদেকে ফিরে আসে ফের দুর্দান্ত যৌবন ।

গায়ে বেমানান চাদরের মত সুখ দেখে বন্ধুরা অবাক
সুখের মেয়াদ নিয়ে সংশয় প্রকাশ পায় কারো চোখে মুখে
স্বস্তির জটিল গ্রাফ সরল রেখা নয় বরং বন্ধুর রাস্তার মত
সব ভুলে আপাতত বর্তমান নিয়ে মেতে থাকি ।

যদিও নিশ্চিত জানি এই দূরে থাকা সাময়িক
সমস্ত ভ্রমণ শেষে নিয়তির মত
কবিতার কাছেই আমার বারবার ফিরে আসা ।

১৩.২.২০০৩
ক্যানবেরা, অস্ট্রেলিয়া ।

প্রাপ্তি

(রাজা হাসানকে)

রাত তিনটে পাঁচে বায়ান্ন তাসের মত
আমরা আমাদের দীর্ঘশ্বাসগুলো মেলে ধরেছিলাম –
হোটেলের করিডোর জুড়ে শুয়ে ছিল বিষণ্নতা।

গল্পচ্ছলে হাঁটতে হাঁটতে কতদিন চলে গেছি রেললাইনের পাশে
চায়ের দোকানে বসে আমাদের কথাগুলো এক সময়
তীব্র হুইসেলের শব্দে অস্পষ্ট হয়ে যেতো।

শব্দের কথা বলতে বলতে দুচোখে নেমে আসে জল
জলের কথা বলতে বলতে আমরা হারিয়ে ফেলি খেই
পাথর ভাঙার জাগতিক শ্রমে আমাদের কেটে যায় দিন।

আমাদের না হলো বিত্তবেসাতি না হলো দীঘিতে স্নান।

১৪.০১.২০০৪
ঢাকা।

দহন

আজো আমি চাই
কষ্ট পেয়ে কেউ কেউ নষ্ট হয়ে যাক
কবিতাকে ভালবেসে কেউ কেউ বেপথে হাঁটুক
বাউলের মত কেউ কেউ দীর্ঘকাল
বিষাদের অনলে পুড়ুক ।

আজো আমি চাই
বিহনের বুক থেকে উঠে আসুক পবিত্র একে জাড়া চোখ
খুটে খাক ঠোঁট, বুক, নখ
দীর্ঘকাল জমে থাকা শরীরী অসুখ
পানপাত্রে নির্দ্বিধায় রাখুক চুমুক ।

ব্যাপক ভ্রমণ শেষে আমি জেনে গেছি
মানুষ এখনো শুদ্ধতার জন্য প্রকৃত উন্মুখ ।

১৮.৪.২০০৩
ক্যানবেরা, অস্ট্রেলিয়া ।

নিভৃতে

একাকী তোমাকে চাই
চাই নিভৃতে ভাংচুর
স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড় বেয়ে
নাও যেতে চায় বহুদূর।

সম্পূর্ণ তোমাকে চাই
চাই প্রকৃত নির্মাণ
বিনিময় প্রথামতে যদি
পারো দিও শিল্পের সম্মান।

পরিপূর্ণ পেতে চাই
যা কিছুর যোগ্য আমি
ভুল বৃত্তে খেয়ে ঘুরপাক
শেষ হোক করুণ নষ্টামি।

২১.৪.২০০৩
ঝিনাইদহ।

দীর্ঘশ্বাস

রাত বারোটায় ঘুমোতে যাবার আগে
আঙুলের স্পর্শে বেজে ওঠে মোবাইল
নিষিদ্ধ কুশল বিনিময়শেষে তারাগুলো ফিরে যায়

পার্কের রাস্তায় দীর্ঘশ্বাসগুলো গাঢ় হয়ে ওঠে ।

১৩.৬.২০০৩
ঢাকা ।

নটিনী

বিজয়ের বরমাল্যে আমি বড় বেমানান তাই
শীতের পত্রবিহীন বৃক্ষের মত আজ
পরাজিত হতে চেয়ে তোমাদের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছি
আমাকে অবজ্ঞা দাও, ছুঁড়ে ফেলে দাও নষ্ট জলে।

আজ এই খোলা আকাশের নিচে আধো অন্ধকারে
সারি সারি কেটে রাখা বৃক্ষের পাশে শুয়ে
শূন্যতার পানে ছুঁড়ে দেই চাবির রিং
খুলে যায় নক্ষত্রের কাছে লুকিয়ে রাখা ডায়েরির পাতাগুলো।

অন্ধকারে ঠোঁট ঘষতে ঘষতে, সাময়িক অন্ধত্বের ভাঁজে
ফুল হয়ে ফুটেছিল একজোড়া দুল
নিশানায় ছুটে গেছে শব্দেরা নির্ভুল

অতঃপর রাতের নটিনী গেছে ভাসিয়ে দুকূল।

৮.৮.২০০৩
ঢাকা।

রাজদণ্ড

সাবধানে থেকো, শহরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে দুর্বৃত্তের দল
চাহিবামাত্র যদি সব কিছু হস্তান্তর না করো
মধ্যরাতে ঘর থেকে তুলে নিয়ে যাবে একাত্তরের কুকুর ।

কোথাও খুন হলে কেউ দৈনিকের পাতা বন্ধ রেখো
অনাবাদি ফসলের মাঠ নিয়ে একদম মাথা ঘামাবে না
মনে রেখো তোমরাই আমার হাতে তুলে দিয়েছো রাজদণ্ড
সূর্যকে বলেছি কাল বিলম্বে উত্থিত হতে হবে ।

মেঘ নিয়ে নৈরাশ্যবাদীদের কেউ কেউ অতি চক্রান্ত করে
কচুর সবুজ পাতায় দেখো জমেছে কত জল
নিরীহ মৃত্তিকাখণ্ড আজ বিপন্ন, পড়েছে উথাল-পাথাল ঝড়ে ।

অবশেষে ফুরোলে ঝঞ্ঝাট, মনে আছে ?
মাথা হেট করে লরিগুলো এভাবেই ফিরে গিয়েছিল অবিকল ।

২৮.৮.২০০৩
ক্যানবেরা, অস্ট্রেলিয়া ।

বিবর্ণ

তোমাকে বলিনি কালো মেঘ
তোমাকে ডাকিনি সমকাল
তোমার অবজ্ঞায় বেড়ে ওঠে
ডালপালা মেলে জঞ্জাল ।

তুমি নও চোখ, অশ্রুজল
মরুভূমি জুড়ে হাহাকার
ক্ষুদ্র মুষিক তছনছ করে
মানুষের অগ্নির সংসার

অন্ধকারে পাশ ফিরে শুই
হাতে ঠেকে লুণ্ঠিত কঙ্কাল
প্রার্থনায় ভুল ছিল খুব
করতলে ভেসে ওঠে বিবর্ণ সকাল ।

১.৮.২০০৩
ক্যানবেরা, অস্ট্রেলিয়া ।

ঘোর

না, সে রাতে আর ঘুমোতে পারিনি, মুগ্ধতায় ডুবে
আমি পার করেছিলাম সারাটা রাত
পরের কয়েকদিন ফুরফুরে মেজাজে ঘুরে বেড়িয়েছি শহরময় ।

এখনো কবিতা মানে পৃথিবীর পাখিরা সুন্দর
সবুজ ঘাসের বুকে অমরত্ব নিয়ে যীশুবেশে শুয়ে থাকা
শাওয়ারেরনিচে স্নানরত নারী মেলে দেয় স্বপ্নের জাল
মানুষের আবরণ খুলে দেখো আকাশে উড়ছে কত স্বপ্নচারী যান ।

সামান্য কথা হলে আরো কথা হবে এই আশায়
স্বপ্নে ডুবে থাকি, এক ধরনের মুগ্ধতায় ঘোরাঘুরি করি
শরৎ নিরপেক্ষ ঋতু, শীত কিংবা গ্রীষ্মবাদী উভয়েই ভালবাসে
শরতেই দেখা হোক তবে, যদি কোনদিন দেখা হয় দুজনার ।

ঘোরটা থেকেই যায়, মানুষ থাকুক আর নাই বা থাকুক ।

২৮.৮.২০০৩
ক্যানবেরা, অস্ট্রেলিয়া ।

কালান্তর

এ আকাশ থেকে সে আকাশে ঘোরাঘুরি
মানুষ হলেও আমাদেরও আছে ফড়িং-স্বভাবে ওড়াউড়ি
সময় দাঁড়াতে চায় কখনো কখনো বাধার প্রাচীর হয়ে মাঝখানে
যে যায় না সে পেছনে পড়ে থাকে মহাকালমুখী অভিযানে।

গ্রহণ বর্জনের খেলায় দ্বিধান্বিত থাকি, কাকে কোনখানে রাখি তুলে
স্মৃতির মিউজিয়াম ভরে গেছে দেখি রকমারি হুলুস্থুলে।

২৮.৮.২০০৩
ক্যানবেরা, অস্ট্রেলিয়া।

অবগাহন

যে যাবে তোমার কাছে সে তো স্বাভাবিক ভ্রমণে যাবে না
তার কাছে পাবে না তুমি অতিথিসুলভ নম্রতা
দীর্ঘ উপবাসে সে আজ রূপান্তরিত মোমবাতি
প্রজ্বলনে যদি নেমে আসে অবগাহনের কাল – তৈরি থেকো।

এখনো সামান্যে উজ্জীবিত হই, চিরকাল এভাবে যাবে না।

২৯.৮.২০০৩
ক্যানবেরা, অস্ট্রেলিয়া।

দুটি কবিতা

ব্ল্যাকহোল

তিনি আঙুল তুললেন, মুহূর্তে অনূদিত হয়ে
ইশারারা ছড়িয়ে পড়লো দ্রুততার সাথে
হৈ চৈ, হুলুস্থুল পড়ে গেলো অধীনস্থ মৃত্তিকায়।

বছর দুয়েক পর কুয়াশার ভোরে উঠে দেখি
তাহাদের উচ্চারিত শব্দাবলী, স্বপ্ন এবং প্রত্যাশারা
ব্ল্যাকহোলে বসে পরম নিশ্চিন্তে চুরুট ফুঁকছে।

লেনদেন

প্রজাতন্ত্রের সাম্পানে চড়ে
কিংবা কখনো কখনো জার্নি বাই প্লেন
শপথের শব্দাবলী ফিকে হয়ে আসে

লাল জলে সম্পন্ন হয় যত অবৈধ লেনদেন।

৩০.৮.২০০৩
ক্যানবেরা, অস্ট্রেলিয়া।

একটি বিশ্বস্ত কাঁধ

আবার লেখালেখি শুরু, আবার আসরে শেকড় গেড়ে বসা
সাতসকালে ঘুম থেকে উঠে একটি মেয়ের দুঃখে ভিজে যাওয়া
পৃথিবীর মানুষ কেন যে এত অগ্নিপ্রিয় হয়
সে কেন ভিড়ের মধ্যে বোমা পুঁতে রাখে।

সম্প্রতি মঙ্গল খুব কাছে এসেছিল পৃথিবীর
আবার তড়িঘড়ি করে চলেও গেছে
ঝড়ে লণ্ডভণ্ড হচ্ছে শাড়িগুলো রোজ
ত্রিপদী পুরুষগুলো শুভ্রতার দরজা আটকে বসে আছে।

পরিপার্শ্ব তার বেদনায় আমার কাঁধে এসে ভর করে
অথচ আমার বিশ্বস্ত কোন কাঁধ নেই, যেখানে
মাথা রেখে আমি দুদণ্ড কাঁদতে পারি।

১.৯.২০০৩
ক্যানবেরা, অস্ট্রেলিয়া।

কবির প্রেমিকা

আমার একলা থাকার আঁধার ঘরে
কোথা থেকে ভেসে আসে করুণ ক্রন্দন
মধ্যরাতে হাত বাড়িয়ে শূন্যতা ছুঁই
ফোঁপানো কান্নার শব্দে সারারাত ঘুমোতে পারিনি

অচেনা মেয়ের কাল্পনিক চুল নিয়ে খেলা করা কি অন্যায়
কিংবা নির্জন অরণ্যে শ্রাবণদুপুরে খুনসুটি ?
গ্রিফিন লেকের জল মৃদু ঢেউ তুলে বয়ে গেলে
শীতার্ত বিকেলে তীরে বসে আমি যদি একলা বিষণ্ন হই
পৃথিবীর গতি তাতে থেমে যাবে? মানুষেরা সব কাজ ফেলে
বেরিয়ে পড়েছে পরিচিত লোকালয়ে, গভীর ছিদ্রান্বেষণে ।

কবির আরাধ্য তুমি মেয়ে
ভালবাসায় শালীন অশালীন বলে কিছু নেই
এই কথা জানাজানি হলে নারী তুমি কলঙ্কিনী হবে ?

২৬.৮.২০০৩
ক্যানবেরা, অস্ট্রেলিয়া ।

শূন্য ভ্রমণ

শীতের কম্বল ছেড়ে কায়াবিহীন ছায়ারা পথে নেমে গেছে
যতবার ভেবেছি উচ্ছন্নে যাবো, পথ নেমে গেছে দ্রুত জলে
বৃষ্টির জন্য এই যে এতকাল প্রার্থনা, তারও তো কার্যকারণ ছিল
সমুদ্রপ্রিয় বালক অবাক বিস্ময়ে জেনেছিল তার চতুর্পাশে শুধুই পাথর।

মধ্যরাতে পাখির কান্নার শব্দে ঘুম ভেঙে যায়
কারো জন্য কোথাও প্রতীক্ষায় নেই কেউ, পরিপার্শ্ব অর্থহীন।

সাদা কাগজের মত এমন শূন্য ভ্রমণে কখনো যাইনি আগে আর।

৫.৯.২০০৩
ক্যানবেরা, অস্ট্রেলিয়া।

কুয়াশা

একত্রিশ বছর পরে আরেক ডিসেম্বরে এসে
দেখি ফসলের মাঠ, আঙিনা পেরিয়ে শীতের গাঢ় কুয়াশা
ঢুকে পড়েছে আমাদের অন্দরমহলে, মস্তিষ্কের ভেতর।

রক্তনালীতে জমাটবদ্ধ রক্ত, স্নায়ুতে পাথর
পুরুষেরা সব প্রজনন ক্ষমতা হারিয়েছে বলে
নারীদের চোখে কোন উদ্বেগ জমেনি
মাতৃত্বের জন্য কারো বুকে কোন হাহাকার নেই
ছানি পড়া চোখে অকাল বৃদ্ধের মনে হয়
আকাশ-পাতাল একখানে মিলেমিশে একাকার।

দূর নীলিমায়
সাদা কাগজের মত শূন্য পড়ে আছে
স্মৃতির বিষণ্ন অ্যালবাম
অবিশ্বাস্য দ্রুততায় ভুলে গেছি আজ
প্রিয় যত স্বজনের নাম!

৯.১২.২০০২
ক্যানবেরা, অস্ট্রেলিয়া।

দারিদ্র্যবিষয়ক কর্মশালার শেষদিনে

ও কিছু নয়, অমন দুএকটি দাগ সাদা ক্যানভাসের
মাহাত্ম্যকে ফুটিয়ে তোলে, আসুন আমরা সেলিব্রেট করি 'চিয়ার্স'।

ভদ্রপুরুষ ও ভদ্রমহিলাগণ, তৃতীয় বিশ্বের দারিদ্র্য বিমোচনের
এই মহতী কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে তিন দিনে আপনারা বড় ক্লান্ত
এভাবে ক্লান্ত হতে থাকলে সবাই ভেঙে পড়বেন ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের মত
তাই আসুন একটু সুস্বাস্থ্য পান করা যাক 'চিয়ার্স'।

গত তিনদিনের কর্মশালার সবচেয়ে উদ্দীপক অংশ ছিল কমলাপুরের
বস্তি পরিদর্শন, আজীবন দারিদ্র্য নিয়ে গবেষণা করলেও
আপনাদের অনেকে এর আগে এত কাছ থেকে দারিদ্র্য দেখেননি
আসুন আমরা তাই উদ্যোক্তাদের দীর্ঘায়ু কামনা করি 'চিয়ার্স'।

কাঁচের গ্লাসে গ্লাসে ঠোকাঠুকির শব্দ বড়ই মধুর এবং ছন্দোময়
নারী পুরুষের খোলাখুলি আলোচনা আরো উত্তেজক
আহা! দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত চকচকে মানুষগুলো 'চিয়ার্স'।

হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন জনৈক গবেষক, ব্যাপারটা গতকাল
থেকেই ঘুরপাক খাচ্ছে তার মাথায়, দারিদ্র্যের নির্মম কষাঘাতে
জর্জরিত হওয়া সত্ত্বেও বস্তি বাসিনী কমলাবানুর পাছাটা কী করে এত সুন্দর!

এ ব্যাপারেও একটা গবেষণা হওয়া জরুরী, সমস্বরে সকলে বলে উঠলেন
'চিয়ার্স'।

১.৯.২০০৩
ক্যানবেরা, অস্ট্রেলিয়া।

তিনটি কবিতা

মামুলি কিছু দুঃখ

জীবন থেকে দুইটি এক হারিয়ে গেছে
জীবন থেকে দুইটি দুই হারিয়ে গেছে
জীবন থেকে দুইটি তিন হারিয়ে গেছে

অরণ্য এবং লোকালয়ের মাঝামাঝি
অর্থহীন এই হারিয়ে যাওয়ায়
মামুলি কিছু দুঃখ পাওয়া ছাড়া

আমার কোন হাত ছিল না।

১১.৯.২০০৩
ঢাকা।

খেলা

দুজনে নিভৃতে এসো পাশা খেলি আজ।

আমি ছোট্ট শিশুটির হাতে চকোলেট গুঁজে দিয়ে
তাকে সরল গল্পে ভুলিয়ে ড্রয়িংরুমে রেখে আসি
তারপর নদীতীরে গিয়ে অন্ধকারে রাখি হাত!

জল্পুড়ে পূর্ণিমায় খেলা করে তিনটি অপ্সরী।

২৩.১১.২০০৩
নমপেন, ক্যাম্বোডিয়া।

ঝড়

ছেলেটি দারুণ বাসতে জানে ভাল
মেয়েটির ছিল একবুক হাহাকার
ছেলেটির সাথে মেয়েটির দেখা হলো

বাইরে বৃষ্টি ভেতরে তখন ঝড়।

২০.৫.২০০২
ঢাকা।

নববর্ষ

(প্রিয় বন্ধু ডাঃ মিজানুর রহমান কল্লোলকে)

কোমল স্পর্শের আশায় উন্মুখ হয়ে আছে একজোড়া কাঁধ
প্রতীক্ষার ব্যালকনিতে মৃদু লয়ে বাজে গালিবের হাহাকার
ফিকে হয়ে আসে অতীতের ভুল-ত্রুটি, প্রণয়ের প্রতারণা
কে যেন আসছে ছুটে দৃঢ় পায়ে করতে হার্দিক চাষাবাদ।

নদীতে এসেছে জোয়ার সর্বত্র জেগেছে অদ্ভুত শিহরন
মেঘে মেঘে চলে অন্তরীক্ষে বৃষ্টির মহাআয়োজন।

নাগরিক চোখে ভ্রূকুটি যদিও নির্মম শাসায়
নতুন সনের পদ্য লিখি এসো শরীরী ভাষায়।

২.১.২০০৪
ঢাকা।

মেকং নদীর তীরে

আসবো তোমার জন্য, যদি ফিরে আসি
সকালের নদীর স্রোতের কাছে রেখে গেলাম ঋণ
তীরে বসে মুহূর্তের ভাবনাগুলো ইথারে বন্দী হয়ে গেছে।

কতকাল পরে চেনা আলোয় নিজেকে দেখে চমকে উঠেছি
গ্রামীণ শিশুর সাথে আলোকিত দুপুরে মেতেছি ধুলোবালির খেলায়
উঠোনে বিদেশি দেখে তাহাদের মায়েদের চোখে ছিল অচেনা বিস্ময়।

মন্দিরের গাত্র থেকে নেমে এসে অপ্সরার দল
শেষ বিকেলের আলোয় আমাকে নিয়ে গিয়েছিল
গৌতম বুদ্ধের পাশ ঘেঁষে জলের কিনারে, ঈশ্বর-দর্শনে।

নাগরিক দুঃখগুলো চাপা পড়ে আছে দিনের উজ্জ্বল আলোয়
নতুন নেমেছে পথে নটিনীরা ভাল করে ছিনালি শেখেনি
যাবার বেলায় আমি রাজপথের বিষাদগুলো নিয়েছি মুঠোয় পুরে।

পরপুরুষের বাহুবদ্ধ রমণীকে ঘিরে দ্বিধা রয়ে গেল
আমার নপুংশকতাকে ক্ষমা করো ভিনদেশি নারী
সপ্তাহান্তের মাতাল রাত্রিগুলো মনে রেখো একাকী ভ্রমণ।

স্বাধীনতা মনুমেন্ট ছুঁয়ে আমি শেষবার মনে মনে বলি
আবার আসবো ফিরে, যদি আসি, মানুষের সারল্যের কাছে
পুনর্বার নতজানু হতে, মেকং নদীটির তীরে।

২৮.১০.২০০৩
নমপেন, ক্যাম্বোডিয়া।

কবি পরিচিতি

আবুল হাসনাত মিল্টন

জন্ম ১৬ জুলাই
পেশা চিকিৎসা - গবেষণা
প্রিয় ত্রয়ী কবিতা, নারী ও শিশু

কর্কট রাশির জাতক
স্বভাবে ভবঘুরে উদ্বাস্তু
এবং প্রেমিক

উচ্চ শিক্ষার্থে বর্তমানে
অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরায়